সংখ্যা ১, সেপ্টেম্বর ২০২২

বুথ স্তরের কর্মকর্তা

ই-পত্রিকা

বার্তা
রাজীব কুমার
ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

আমি ইসিআই প্রকাশনার একটি নতুন উদ্যোগ 'বিএলও ই-পত্রিকা'র সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। এটি ক্ষমতায়িত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তৃণমূল কর্মীদের আবেগপূর্ণ যোদগদানের ক্ষেত্রে একটি আশীর্বাদ স্বরূপ। এই ই-পত্রিকার লক্ষ্য হল ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের বিএলও-দের অব্যাহত প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং প্রশংসা করা।

ভারতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়া একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ যা সারা বিশ্বের নজর কাড়ে। যদিও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু ভোটের দিনটির ওপর নজর রাখা হয়, যোগ্য নাগরিকদের ভোটকেন্দ্র অব্দি নিয়ে আসার জন্য প্রতিটি পরিবারের কাছে গিয়ে যে কঠিন কাজটি করা হয় তার স্বীকৃতি দেওয়া হয়না। এটা একদিনের বা এক ব্যক্তির কাজ নয়। এটি একটি নিবেদিত এবং সুষ্ঠুভাবে তৈরি কর্মী দলের কাজ, যাদের দ্বারা এই কাজটি করা সম্ভব হয়। বিএলও পত্রিকা আপনাদের আভাস দেবে কীভাবে কর্মক্ষেত্রে কর্মীদলটিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং ভারতীয় নির্বাচনের বীজ বপন করার জন্য প্রস্তুত করা হয়। এটাকে কর্মভূমিতে বিএলও-দের 'পাখির দৃষ্টি' হিসাবে গণ্য করা হয়।

ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার জন্য ভোটার রেজিস্ট্রেশন, ঘরে ঘরে সার্ভে এবং ভোটের দিন সহায়তা করার জন্য বিএলও-দের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়ীত্ব রয়েছে। এই ই-পত্রিকা ভোটার সচেতনতা কর্মসূচির সুক্ষতা দিয়ে বিএলও-দের শক্তিশালী করবে এবং সারা দেশে আধুনিক প্রযুক্তি ও ন্যুনতম SVEEP কার্যক্রমের সাথে তাদের সংবেদনশীল করবে।

বিএলও পত্রিকা মাটি থেকে বাস্তব কাহিনী তুলে ধরার একটি প্রয়াস। পত্রিকার গল্প বলার বিন্যাসটি পাঠকের উপকারে আসবে নিশ্চিত।

আমি পুরো টিমকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই যারা এটি প্রকাশ্যে আনতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমি আমাদের তৃণমূল স্তরের সমস্ত কর্মীদের উদ্দেশ্যে এই পত্রিকাটি উৎসর্গ করছি, যারা সত্যিকারের অর্থে ভারতের নির্বাচন কমিশনের মেরুদণ্ড হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

(রাজীব কুমার)

বার্তা
অনুপ চন্দ্র পাণ্ডে
ভারতের নির্বাচন কমিশনার

ভারতীয় নির্বাচন পরিচালনার মত বিশাল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই টিমওয়ার্কের গুরুত্ব সবচেয়ে ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়। এর সফল বাস্তবায়নে প্রতিজন সংশ্লিষ্ট কর্মী দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং তাদের অদম্য মনোভাবের ফলেই ভারতের নির্বাচন কমিশন একটি অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক ভাবে অংশগ্রহণমূলক এবং সহজগম্য ভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে, এমনকি কোভিডকালীন সংকটময় সময়েও।

এই অনুকরণীয় দলটি নির্বাচনকে সারাদেশব্যাপী একটি উৎসবে পরিণত করেছে। বিএলও ই-পত্রিকা এই টিমওয়ার্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এতে বিএলও-র বিষয়বস্তুগুলোর বিশদ বিবরণ তুলে ধরে বিএলও-র সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে যিনি নির্বাচন কমিশন এবং ভোটারদের মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করেন।

প্রতিজন বিএলওকে উৎসর্গ করা বিএলও ই-পত্রিকা উপস্থাপন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত, যারা আমাদের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসবকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আমি ইসিআই এবং সিইও কার্যালয়ের পুরো দলকে অভিনন্দন জানাই তৃণমূল স্তরে বিএলওদের কাজকর্মের ওপর সঠিক নজর রাখার জন্য।

(অনুপ চন্দ্র পাণ্ডে)

সম্পাদকীয় কমিটি ঃ

এন. এন. বুটোলিয়া
সিনিয়র মুখ্য সচিব (নির্বাচক তালিকা)

অশোক কুমার
পরিচালক (আইটি)

কুলদীপ কুমার সাহারাওয়াত
পরিচালক (প্রশিক্ষণ), IIIDEM

এস. সুন্দর রাজন
পরিচালক (ইভিএম)

দীপালি মাসিরকর
পরিচালক (নির্বাচন পরিকল্পনা)

সন্তোষ আজমেরা
পরিচালক (SVEEP) সদস্য আহ্বায়ক

সম্পাদকীয় দলঃ

আর.কে. সিং
সমন্বয়ক (SVEEP)

অনুজ চন্দক
যুগ্ম পরিচালক (SVEEP)

নূপুর প্রবীণ
কমিউনিকেশন কনসালটেন্ট

এষা খান
গ্রাফিক ডিজাইনার

ভোটার টার্নআউট অ্যাপ
PwD অ্যাপ
ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ
cVIGIL অ্যাপ
আপনার প্রার্থী জানুন অ্যাপ
গরুদা অ্যাপ

কোনো ভোটার পিছিয়ে থাকবে না

বুথ লেভেল অফিসার

সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ২০০৬ সালে, নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকার শুদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের জন্য বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও-দের) নিয়োগের ধারণা চালু করে।
- জনপ্রতিনিধি আইন, ১৯৫০ এর ধারা ১৩B (২) এর অধীনে, বিএলও -দের সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্থানীয় সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হয়।
- বিএলও আসলে তৃনমূল পর্যায়ে ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি। প্রকৃত ক্ষেত্রের তথ্য সংগ্রহ এবং নাগরিকদের কাছ থেকে নিবন্ধন ফর্ম সংগ্রহ এবং নির্ধারিত ভোটের এলাকায় রোল রিভিশন অনুরূপভাবে প্রক্রিয়াকরণে তিনি একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।
- তিনি ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় জনগনের বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক।
- ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে, বিএলও তথ্য সংগ্রহ, মাঠ যাচাইকরণ এবং বর্তমান অবস্থানে বসবাসকারী ভোটারদের সনাক্তকরণের জন্য দায়ী।

বিএলও মাইলস্টোনঃ ১০০% EPIC-AADHAR লিঙ্কেজ

বিভিন্ন জেলা থেকে বিএলওএস ১০০% EPIC-AADHAR লিঙ্কেজের কাজ সম্পন্ন করেছে। এখানে দুটি উদাহরণ আছে, যেমনঃ

রাজ্যঃ নাগাল্যাণ্ড
জেলাঃ কোহিমা
নামঃ হিয়ারোইলিয়াবে
পদবিঃ প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক
স্কুলঃ জিপিএস হেনাম্বে
পোলিং স্টেশনঃ ৪ হিউনাম্বে

রাজ্যঃ কর্ণাটক
জেলাঃ কোপ্পাল
নামঃ ইরাম্মা
পদবিঃ প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক
পোলিং স্টেশনঃ ১৯৪- সরকারি প্রাথমিক স্কুল

কর্মক্ষেত্রে বিএলওরা ঃ কার্যক্ষেত্র থেকে এক ঝলক

প্রাক-পরিমার্জনা কার্যক্রম

- বিএলও রেজিস্টার আপডেট করা
- ভোটারদের ঘরে ঘরে জরিপ
- ভোট কেন্দ্রে ছবি তোলা ও সমন্বয়ের কাজ
- ভোট কেন্দ্রে AMF সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ।
- বারবার EPIC সমূহ অপসারণ
- জনসংখ্যাগতভাবে অনুরূপ এন্ট্রি অপসারণ
- মৃত ভোটারদের অপসারণ
- যৌক্তিক ত্রুটি অপসারণ

পরিমার্জনা কার্যক্রম

- ফর্ম পূরণ করুন ৬.৭. ৮. এবং আরও অনেক কিছু
- ঘরে ঘরে জরিপ
- ভোটার তালিকা যাচাই-বাছাই। লিঙ্গ অনুপাত, ইপি অনুপাত, যুব তালিকাভুক্তির ফাঁক ইত্যাদির মতো
- কমিশনের সংজ্ঞা অনুসারে পিডব্লিউডি ভোটারদের চিহ্নিতকরণ
- রাজনৈতিক দলগুলোর বিএলএ-দেব সঙ্গে সমন্বয়

প্রাক-নির্বাচন কার্যক্রম

- বিএলও দ্বারা ভোটারদের ভোটার ইনফর্মেশন স্লিপ (ভিআইএস) বিতরণ
- অনুপস্থিত/স্থানান্তরিত/মৃতদের তালিকা প্রণয়ন
- ভোটার গাইড বিতরণ
- খালি ফর্ম 12D বিতরণ এবং সংগ্রহ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক, পিডব্লিউডি এবং কোভিড রোগীদের থেকে 12D ফর্ম সংগ্রহ

ভোটের দিনের কার্যক্রম

- হেল্প ডেস্ক/ভোটার সহায়তা বুথ
- ভোটগ্রহণ পদ্ধতির সামগ্রিক পরিদর্শন

১ জানুয়ারি | ১ এপ্রিল | ১ জুলাই | ১ অক্টোবর

ভোটার নিবন্ধনের জন্য চারটি নতুন নির্ণায়ক তারিখ

ইতিপূর্বে ১ জানুয়ারি বা তার আগে ১৮ বছর পূর্ণ হলে ভোটার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হতো, যা বছরের একমাত্র নির্ণায়ক তারিখ ছিল। এখন জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৪(বি) ধারা সংশোধনের মাধ্যমে বছরে চারবার নাম অন্তর্ভুক্তির সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। চারটি নির্ণায়ক তারিখ হচ্ছে ১ জানুয়ারি, ১ এপ্রিল, ১ জুলাই, ১ অক্টোবর।

নতুন ভোটার পঞ্জীয়ন	ফর্ম-৬
প্রস্তাবিত নাম অন্তর্ভুক্তি/অপসারণে আপত্তি	ফর্ম-৭
বাসস্থান স্থানান্তর/বর্তমান ইআর-এ অন্তর্ভুক্তি সংশোধন/ইপিআইসি প্রতিস্থাপন/পিডব্লিউডি চিহ্নিতকরণ	ফর্ম-৮

স্মার্ট বি এল ও

নিম্নলিখিত ই সি আই আই টি অ্যাপসমূহের মাধ্যমে ভোটারদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ভোটার পরিষেবা পোর্টাল

নির্বাচনী পরিষেবাসমূহ উপলব্ধ করতে নাগরিকদের জন্য এন ভি এস পি(https://www.nvsp.in) হলো একটা পোর্টাল।নাগরিকরা বিভিন্ন পরিষেবা যেমন ভোটার পরিচয় পত্রের জন্য আবেদন, নাম অন্তর্ভূক্তির জন্য অনলাইন আবেদন, ভোটার পরিচয় পত্রে সংশোধন, ই-রোলে নাম অনুসন্ধান, ভোটদান কেন্দ্র, বিধানসভা সমষ্টি এবং সংসদীয় সমষ্টির বিবরণ ও বুথ পর্যায়ের অফিসার,নির্বাচনী পঞ্জীয়ন অফিসারের যোগাযোগের সবিশেষের পাশাপাশি অন্যান্য সুবিধা লাভ করবে।

ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ (ভি এইচ এ)

নাগরিকদের বিভিন্ন পরিষেবাযেমন ভোটার পরিচয় পত্রের জন্য আবেদন, ভোটার পরিচয় পত্রে সংশোধন জন্য অনলাইন আবেদন, ভোটদান কেন্দ্র, বিধানসভা সমষ্টি ও সংসদীয় সমষ্টির বিবরণ এবং বুথ পর্যাযের অফিসার, নির্বাচনী পঞ্জীয়ন অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগের সবিশেষের পাশাপাশি অন্যান্য সুবিধা লাভ করবে। অ্যাপ্লিকেশনটি গুগল প্লে ও অ্যাপল স্টোর দুটোতেই উপলব্ধ।

ভোটার পোর্টাল

একইভাবে, ফর্ম জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াটি সহজ করার জন্য ‘ভোটার পোর্টাল’ (https://voterportal.eci.gov.in). পঞ্জীয়ন, তথ্যের পরিবর্তন করা, অপসারণ, ঠিকানা পরিবর্তন করা ইত্যাদির জন্য এক সুবিধাজনক ব্যবস্থা করে। পোর্টালটিতে লগ-ইন করার পর একজন নাগরিক ইতিপূর্বের বাছাইয়ের ওপর ভিত্তি করে নতুন করে বাছাই করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

পি ডব্লিউ ডি অ্যাপ -

পি ডব্লিউ ডি অ্যাপটি বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য। একজন বিশেষভাবে সক্ষম লোক নিজেকে বিশেষভাবে সক্ষম হিসেবে চিহ্নিত করা , ই পি আই সি- এর বিবরণে সংশোধনের জন্য অনুরোধ, নতুনভাবে নিবন্ধনের জন্য অনুরোধ , সমষ্টি পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ, সংশোধনের জন্য অনুরোধ ও হুইলচেয়ারের জন্য অনুরোধ করতে পারে। এটা আংশিকভাবে দৃষ্টিহীন এবং আংশিকভাবে শ্রবণশক্তিহীণ নাগরিকের জন্য মোবাইল ফোনে উপলব্ধ সুবিধা। এই অ্যাপ্লিকেশনটি গুগল প্লে এবং অ্যাপল স্টোরে উপলব্ধ।

গরুদা এপ’

একজন স্মার্ট বুথ পর্যায়ের অফিসার প্র-পত্র এবং অন্যান্য তথ্য নিতে এবং দাখিল করতে গরুদা অ্যাপ ব্যবহার করে।

২০২১ সালের ৯ আগস্ট সমগ্র ভারতবর্ষে গরুদা অ্যাপটি খোলা হয়েছিল ও এটাকে কমিশনের একটা তথ্য প্রযুক্তির দল তৈরি করেছিল।

বুথ পর্যায়ের অফিসাররা তাঁদের কাজসমূহ ডিজিটাল রূপে সম্পাদন করার জন্য এটা হচ্ছে বিশেষ মোবাইল অ্যাপ।

গরুদা অ্যাপ-এর মুখ্য কাজসমূহ -

- প্র-পত্রের ক্ষেত্রে চেকলিষ্ট / সত্যাসত্য নিরূপণ।
- এ এম এফ (অ্যাসিওরড মিনিমাম ফেসিলিটি) ও ই এম এফ (এক্সটেণ্ডেড মিনিমাম ফেসিলিটি) র তথ্য সংগ্রহ।
- ভোটদান কেন্দ্রের জি আই এস কো-অর্ডিনেটস্ সংগ্রহ।
- ভোটদান কেন্দ্রের ছবি আপডেট।
- প্র-পত্র দাখিল
- অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, মৃত (এ এস ডি)ভোটদের চিহ্নিতকরণ।

বাধাসমূহ অতিক্রম করে গ্রাউণ্ড জিরোর কাহিনি

সর্বাধিক যোগ্য নাগরিককে ভোট দেওয়ার জন্য নামপঞ্জীয়ন করতে বি এল ও-রা কিভাবে কল্যাণমূলক লক্ষ্য ও নির্বাচনী রণনীতি তৈরি করেন।

সুক্রু মাঝি

৭৭ এসি লঞ্জিগড় গ্রাম, ওরিশা

পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা কখনো মহিলাদের মুক্ত ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার দিকে নিয়ে যেতে পারে। কাহিনীটি ওরিশার কালাহাণ্ডি জেলার লঞ্জিগড় তহশিল শহরের , যেখানে স্থানীয় জনজাতির প্রাধান্য রয়েছে।

মহিলা ভোটার পঞ্জীয়ন ২০২০ সালে জাতীয় গড়ের তুলনায় কম ছিল। এটা লক্ষ্য করা হয়েছিল যে নিরক্ষরতা, পারিবারিক ক্ষমতা সম্পর্কীয় অবস্থান ও অসচেতনতাই মহিলাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে বাধা দিচ্ছিল। ২৭০ নং বুথের সুক্রু মাঝির মতো বি এল ও-র নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে ২০২২ সালে সেই নির্দিষ্ট বুথে মহিলা ভোটারের হার ১৭ থেকে ৬৭ শতাংশ অব্দি বৃদ্ধি হয়।

বি এল ও, এ ডব্লিউ ডব্লিউ , আশা নিয়ে গঠিত একটা দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে পঞ্জীয়ন প্রক্রিয়ার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছিল।

বি এল ও ভোটার হেল্পলাইন ও গরুড় অ্যাপ ব্যবহার করে অনলাইন পঞ্জীয়ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভোটারদের সুবিধা প্রদান করেছে।

মিনিংস্টার সাওক্‌মি

জো- মাইরাং গ্রাম, মেঘালয়

৩০- মাইরাং গ্রামের বুথ পর্যায়ের অফিসার মিনিংস্টার সাওক্‌মির কাহিনি অনুপ্রেরণাদায়ক ও হৃদয়স্পর্শী। মাওসাস মাই গ্রামের ৫২ বছর বয়সের সরকারি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁর নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি নাগরিকদের নির্বাচনের গুরুত্বের বিষয়ে সজাগ করার সময় জনগণের আক্রোশের সম্মুখীন হন।

প্রতিকুলতা সত্ত্বেও তিনি ঘন অরণ্য ও জরাজীর্ণ কাঁচা পথ দিয়ে তাঁর নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছিলেন ও সবাইকে প্রখর রোদ থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে গাছের নিচে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। স্থানীয় জনগণ তাঁকে এতোটাই অপছন্দ করেছিল যে ই পি আই সি-র নামভর্তি ও সংশোধনের জন্য বাড়ি বাড়ি যাওয়ার সময় তাঁকে গালি-গালাজ করেছিল।

এধরণের আচরণের পরও তিনি নিজের কর্তব্যে অবিচল থাকেন এবং আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রামের নির্বাচনী কাজ-কর্ম সম্পন্ন করেন। গ্রামের নামভর্তির পরিমাণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কম ছিল। কিন্তু বি এল ও. সবাইকে নামভর্তি করতে ও ই পি আই সি-র প্রয়োজন থাকা লোকদের সহায়তা করেছিলেন। অবশেষে তাঁর অধ্যবসায় কিছু ফল প্রদান করতে শুরু করলো, কারণ বহু গ্রামবাসী, যারা তাঁর বিরুদ্ধে ছিল, ই পি আই সি র শক্তি ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করলো এবং নামভর্তি করে। এই বি এল ও গ্রামটিকে ১০০ শতাংশ নাম পঞ্জীয়ন করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করলেন।

কথায় কথায়

বিএলও-র সাথে কথোপকথন

সিদ্ধার্থ শংকে

৩০- ফাটরদা বিধানসভা সমষ্টি, গোয়া

সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। আমি গোয়ার ৩০- ফাটরদা বিধানসভা সমষ্টির পার্ট নং ২৩ -এর বি এল ও। আমার ভোটদান কেন্দ্র হল সেণ্ট অ্যানিস বিদ্যালয়, ইষ্ট উইং , আগাল্লি।

বি এল ও হিসাবে আমার প্রাথমিক কর্ত্তব্য হল ভোটার তালিকার সত্যাসত্য নিরূপণ করা। একজন স্থানীয় বাসিন্দা হিসাবে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করাটা আমার জন্য সহজসাধ্য ছিল। আমরা ঘরে ঘরে যাওয়া আরম্ভ করেছিলাম এবং ভোটার তালিকায় নাম এবং ঠিকানা শুদ্ধিকরণ/ সরানো এবং নতুন নাম সন্নিবিষ্ট করেছিলাম। ভোটাদের কাছ থেকে আমি সবসময় সহযোগিতা লাভ করেছি এবং আমি তাদের সহায়তা করার সম্পূর্ণ চেষ্টা করি।

একদিন আমি একজন জ্যেষ্ঠ নাগরিকের বাড়ি পরিদর্শন করেছিলাম এবং তিনি মাকে বলেন যে শুধু ভোটদান করার জন্য ১.৪ কি.মি. দূর অব্দি ভ্রমণ করাটা তাঁর জন্য সহজ নয়। তাই তাঁর বাড়ির পাশে একটি ভোটদান কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। অনুরোধটি আমরা আমাদের নির্বাচনী পঞ্জীয়ন কর্মকর্তার কাছে উত্থাপন করেছিলাম। এই অনুরোধটি তিনি মেনে নিয়েছিলেন। ভোটদান কেন্দ্রটি বর্তমান ঠিকানা অর্থাৎ সেণ্ট অ্যানিস বিদ্যালয়, ইষ্ট উইং, আগল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। তার পর আমি অঞ্চলটির সমস্ত ভোটদাতাদের ভোটদান কেন্দ্রটির নতুন ঠিকানা সম্পর্কে হোয়াটস অ্যাপ যোগে বার্তা পাঠিয়েছিলাম। ভোটদান কেন্দ্রটি নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত করার পর ভোটদাতারা ভোটদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুখের বিষয় যে ভোটদানের হার ৭০ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশে বৃদ্ধি পায়।

আমার ক্ষেত্রটিতে বসবাস করা সমস্ত ভোটদাতা আমার চেনা। যখনি ই পি আই সি কার্ড সম্পর্কিত কোনো সহায়তার প্রয়োজন হয় তাঁরা আমাকে ম্যাসেজ পাঠান। তাঁরা আমাকে এমনকি ব্যাক্তিগতভাবেও সাক্ষাৎ করেন। আমার সমষ্টির ভোটদাতারা জ্ঞাত যে আমি তাঁদের ন্যাশনাল ভোটার্স সার্ভিস পোর্টাল(এম ভি এস পি) ওয়েবসাইট বা গরুদা অ্যাপটির মাধ্যমেও সহায়তা করতে পারি।

সিদ্ধার্থ শাংকে(ডানদিকে)কে তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসাবে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে

ভারতের নির্বাচন কমিশন
Election Commission of India

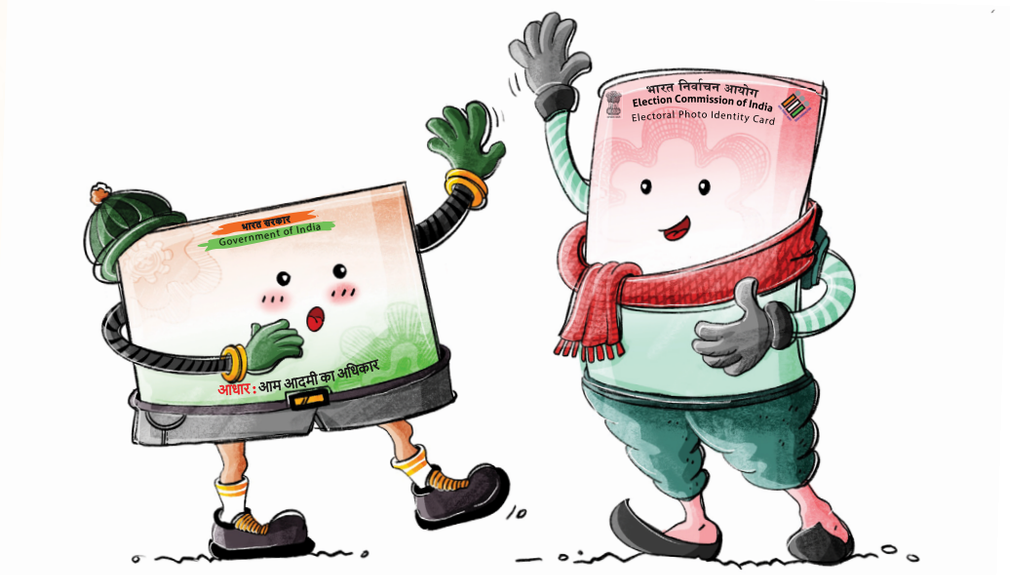

আধার-ই পি আই সি সংযোগকরণ

নির্ভরযোগ্য এবং নির্ভুল ভোটার তালিকার দিকে আরো এক পদক্ষেপ।

নতুন প্র-পত্র ৬ বি পূরণের মাধ্যমে আপনার আধারকে ই পি আই সির সাথে সংযোগ করুন।

আধার- ই পি আই সি সংযোগ ঐচ্ছিক।